অনলাইন প্রস্তুতিমূলক শ্রেণি কার্যক্রম-১

নবম-দশম শ্রেণি

বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

১ম অধ্যায় (পূর্ব বাংলার অন্দোলন ও জাতীয়বাদের উত্থান)

পরিচ্ছেদ: ১.১: ভাষা অন্দোলন

ভাষা আন্দোলনের ঘটনাপুঞ্জি

সাল : ১৯৪৭

- ২রা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন।
- ''বাংলা হবে শিক্ষা ও আইন আদালতের ভাষা'' ৬-৭ সেপ্টেম্বরের তমদ্দুন মজলিসের কর্মী সম্মেলনে এই প্রস্তাব গ্রহণ।
- ডিসেম্বর মাসে ''রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'' গঠন।

সাল : ১৯৪৮

- ২৫শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত '' উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হোক'' এই প্রস্তাব রাখেন।
- ১১ই মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ''বাংলাভাষা দাবি দিবস'' এবং সাধারণ ধর্মঘট পালনের ডাক দেয়।
- ১১ই মার্চে নেতৃত্ব দানকারী ৩৯ জনকে গ্রেফতার করা হলে এর প্রতিবাদে ১২-১৫ মার্চ ধর্মঘট পালিত হয়।
- ১৯শে মার্চ গভর্ণর ঢাকা সফরে আসার প্রেক্ষিতে ১৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের দেওয়া ৮-দফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
- ২১শে মার্চ গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা দেন ''উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।
- ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে একই ঘোষণা দিলে ছাত্ররা প্রতিবাদ করে।

সাল : ১৯৫২

- ২৬শে জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন পল্টনের জনসভায় জিন্নাহ সাহেবের ঘোষণা পূনর্ব্যক্ত করলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে।
- ধর্মঘট, বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ঢাকাসহ সারাদেশের ছাত্ররা সেই সাথে বুদ্ধিজীবি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পেশাজীবি, সাংবাদিক।
- ভাষার দাবী না মানা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সংকল্প নেয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ।
- ২১শে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত হলে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে এক মাসের জন্য সভা-সমাবেশ, মিছিল নিষিদ্ধ করে দেয় ।

- ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের সামনে আমতলা থেকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ১০ জন ১০ জন করে মিছিল বের হয়। এক পর্যায়ে মিছিলে পুলিশ গুলি বর্ষন করলে বরকত, সালাম, রফিক, জব্বারসহ অনেকে নিহত হন।
- ২২শে ফেব্রুয়ারি শোকর‍্যালি তে পুলিশ গুলি চালালে শফিউর রহমান নিহত হন।
- ২২শে ফেব্রুয়ারি রাতের মধ্যে শহীদ মিনার নির্মাণ করে ২৩শে ফেব্রুয়ারি তা শহীদ শফিউর রহমানের পিতাকে দিয়ে উন্মোচন করানো হয়।

সাল : ১৯৫৩-১৯৫৬

- ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে বাংলা ভাষার চর্চা বিস্তৃত হতে থাকে।
- কবিতা ---''কাঁদতে আসিনি এসেছি ফাঁসির দাবি নিয়ে''---মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী
  কবিতা----------''স্মৃতির মিনার''----------আলাউদ্দিন আল অজাদ
  গান---''আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি----আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী
  গান--------'' ওরা অমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়''--------আব্দুল লতিফ
  গান----------''তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি''----------আব্দুল লতিফ
  নাটক----------''কবর''----------ড.মুনীর চৌধুরী
  উপন্যাস----------''আরেক ফাল্গুন''----------জহির রায়হান
- ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়।

অনুশীলনঃ

জ্ঞানমূলক অংশ

১. তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠার পরই বাংলা ভাষা বিষয়ক কী প্রস্তাব রেখেছিল?
২. তৎকালীন পাকিস্তান গণপরিষদে সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষা বিষয়ক কী প্রস্তাব রাখেন?
৩. রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল প্রদত্ত ঘোষণাটি কী ছিল?
৪. ১৯৫২ তে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' কী সংকল্প ঘোষণা করেছিল?
৫. ১৯৪৮ এর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ৮-দফায় রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক দফাটি কী ছিল?

অনুধাবনমূলক অংশ

১. ভাষা আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।
২. বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে ৫২ এর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ব্যাখ্যা করো।
৩. বাঙালিদের জাতীয় মুক্তির প্রথম আন্দোলন হিসেবে ভাষা অন্দোলন কে মূল্যয়ন করো।
৪. ২১শে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
৫. ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা----ব্যাখ্যা করো।
৬. ১৯৫২ সালের সংগ্রামের বর্ণনা দাও।
৭. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ১৯৪৮ সাল একটি মাইল ফলক----ব্যাখ্যা করো।

ড.শাফিয়া আফরোজ সরওয়ার